জুলাই শহিদের নামে মামলা বানিজ্য: পরিবারের অজান্তে তিন এলাকায় মামলা দায়ের, আসামি ১৫০০'র বেশি

সংগৃহীত ছবি

ভোলার নির্মাণ শ্রমিক মো. রিয়াজ (৩৫) ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নিহত হন। ঘটনাস্থলকে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি এলাকায় দেখিয়ে তিনটি আলাদা হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে, এই তিনটি মামলার আসামির সংখ্যা দেড় হাজারের বেশি। এদের মধ্যে ৩৪টি জেলার রাজনীতিক, প্রবাসী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও পুলিশ সদস্য রয়েছেন। মামলাগুলোতে ব্যবহৃত হয়েছে রিয়াজের পরিবারের সদস্যদের নকল কাগজপত্র, যার ফলে তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

রিয়াজের স্ত্রী ফারজানা বেগম জানান, গত বছরের আন্দোলনের শেষ দিনে তাঁর স্বামী সকালে বাড়ি থেকে বের হন। বেলা ১১টার দিকে যাত্রাবাড়ী থানার গেটের সামনে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা রিয়াজকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। পরে তাঁর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ভোলায় নিয়ে দাফন করা হয়।

তবে রিয়াজের পরিবার যখন শোকে কাতর, তখন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের দুটি আলাদা এলাকায় হত্যা মামলা দায়ের হয়। প্রথম মামলা করা হয় ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা থানায়। এতে রিয়াজের স্ত্রীর নাম ব্যবহার করে মিথ্যা মামলা করা হয়। রিয়াজের স্ত্রীর আসল জন্মনিবন্ধন, নিকাহনামা, এনআইডি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত কাগজপত্র ব্যবহার করে এ মামলা করা হয়, যেখানে হত্যার ঘটনাস্থল দেখানো হয় নারায়ণগঞ্জের পাসপোর্ট অফিসের সামনে। মামলায় ১৯২ জনকে আসামি করা হয়।

ফারজানা বেগম জানান, তিনি ওই মামলার বিষয়ে আগে কখনো অবগত হননি। ফতুল্লা থানার পুলিশ ও মামলার আসামিরা তাঁকে পরে মামলার কথা জানিয়েছেন। বর্তমানে ফারজানা ও তার দুই মেয়ে ডেমরার মাতুয়াইলে বাবা মো. ফরিদের সঙ্গে বসবাস করছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রথম মামলার আসামিরা তাঁকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তিনি তাদের মধ্যে তিনজনকে নারায়ণগঞ্জ আদালতে জামিন করিয়েছেন। কারণ, নিরপরাধ কেউ তাঁর মৃত স্বামীর জন্য কষ্ট ভোগ করুক, এটা তিনি চান না। ফারজানা মনে করেন, স্বামীর মৃত্যুর পর অনেকেই সাহায্যের কথা বলে তার ব্যক্তিগত কাগজপত্র নিয়েছিলেন, তাঁদের কেউ হয়তো এই মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ফতুল্লা থানার মামলায় ফারজানার কাগজপত্র ব্যবহার করা হলেও মোবাইল নম্বরটি একজন অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও পুলিশের সহায়তায় মোবাইল নম্বরটি শনাক্ত করা হয় জনৈক সাইফুল ইসলামের নামে। সাইফুল জানান, তাঁর মোবাইল নম্বর কে এবং কেন এজাহারে ব্যবহার করেছেন তিনি জানেন না এবং নিজে কোনো মামলা করেননি।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, হত্যা মামলাগুলোতে মিথ্যা তথ্য ও নকল কাগজপত্র ব্যবহার করে বিরাট সংখ্যক অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আসামি করা হয়েছে, যা আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।